হোমিওপ্যাথিক ঔষধ পরিচিতি ও স্পেসিফিক চিকিৎসা

(ঔষধ পরিচিতি, রোগ নিরাময়ে স্পেসিফিক ঔষধ, রোগ ও সংক্ষিপ্ত চিকিৎসা
মায়াজম, প্রতিষেধক ঔষধ, ভারতীয় ঔষধ, বাহ্য প্রয়োগের ঔষধাবলি সহ)

ডাঃ অদ্বৈত কুমার সিংহরায়

প্রথম খণ্ড

সূচীপত্র

ঔষধ পরিচয় ও রোগ ক্ষেত্রে তার প্রয়োগ কৌশল

(১) অ্যাব্রোটেনাম (Abrotanum) : ৫৩
(২) অরাম মেটালিকাম (Aurummet) : ৫৩
(৩) অক্সালেট অব সেরিনাম (Oxalet of Cerinum) : ৫৩
(৪) আয়োডাম (Iodum) : ৫৩
(৫) আইরিস ভার্সিকিউলার (Iris Vers) : ৫৪
(৬) আর্জেন্টাম মেটালিকাম (Argentum Met) : ৫৪
(৭) আর্জেন্টাম নাইট্রিকাম (Argentum Nitricum) : ৫৪
(৮) আর্নিকা মন্টেনা (Arnica Mont) : ৫৫
(৯) আর্টিকা ইউরেন্স (Urtica Urens) : ৫৫
(১০) অষ্টিলেগো মেডিস (Ustilego M.) : ৫৬
(১১) আলফালফা (Alfalfa) : ৫৬
(১২) আর্সেনিক এলবাম (Arsenic Album) : ৫৬
(১৩) আর্সেনিক আয়োডেটাম (Ars. Iodetum) : ৫৬
(১৪) ইউপেটেরিয়াম পার্ফ (Eupetorium Porf) : ৫৭
(১৫) ইউফ্রেসিয়া (Euphresia) : ৫৭
(১৬) ইউপিয়ম (Eupium) : ৫৭
(১৭) ইগ্নেশিয়া (Ignesia) : ৫৭
(১৮) ইপিকাক (Ipecac) : ৫৮
(১৯) ইথুজা সিনোপিয়াম (Aethusa Synopium) : ৫৮
(২০) ইসকিউলাস হিপ (Aesculus hip) : ৫৯
(২১) একোনাইট ন্যাপ (Aconite Nap) : ৫৯
(২২) একটিয়া রেসিমোসা (Actia Resi) : ৫৯
(২৩) এগ্নাস কাস্টাস (Agnus Castas) : ৬০

(২৪)	এগারিকাস মস্কোরিয়াস (Agaricus M.) ঃ	৬০
(২৫)	এনাকার্ডিয়াম ওরিয়েন্টাল (Anacardium Ori) ঃ	৬১
(২৬)	এন্টিমোনিয়াম ক্রুডাম (Antimonium Crud) ঃ	৬১
(২৭)	এন্টিমোনিয়াম টাটারিয়াম (Antimonium T) ঃ	৬২
(২৮)	এপিস মেলিফিকা (Apis Melifica) ঃ	৬২
(২৯)	এমোনিয়াম কার্ব (Amonium Carb) ঃ	৬২
(৩০)	এমোনিয়াম মিউর (Amonium Mur) ঃ	৬৩
(৩১)	এম্বোগ্রিশিয়া (Ambragrisea) ঃ	৬৩
(৩২)	এলিটিস ফেরিনোসা (Alitoris Ferinosa) ঃ	৬৩
(৩৩)	এলোজ সকোট্রিনা (Aloas Scotrina) ঃ	৬৩
(৩৪)	এরামট্রিফাইলাম (Aram Triphyllum) ঃ	৬৪
(৩৫)	এলুমিনা (Alumina) ঃ	৬৪
(৩৬)	এসিড এসিটিক (Acid Acitic) ঃ	৬৫
(৩৭)	এসিড অক্সালিক (Acid Oxalic) ঃ	৬৫
(৩৮)	এসিড ফসফরিক (Acid Phosphoric) ঃ	৬৫
(৩৯)	এসিড ফ্লুরিকাম (Acid Fluricum) ঃ	৬৬
(৪০)	এসিড কার্বলিকাম (Acid Carbolic) ঃ	৬৬
(৪১)	এসিড নাইট্রিকাম (Acid Nitricum) ঃ	৬৭
(৪২)	এসিড বেঞ্জয়িকাম (Acid Benzicum) ঃ	৬৭
(৪৩)	এসিড মিউরিয়েটিক (Acid Mur) ঃ	৬৭
(৪৪)	এসাফিটিডা (Asafoetida) ঃ	৬৮
(৪৫)	ককুলাস (Coculus) ঃ	৬৮
(৪৬)	কষ্টিকাম (Causticum) ঃ	৬৯
(৪৭)	কফিয়া ক্রুডা (Coffia) ঃ	৬৯
(৪৮)	কলচিকাম (Colchicum) ঃ	৭০
(৪৯)	কলোসিন্থিস (Colocynthis) ঃ	৭০
(৫০)	কালমেঘ (Kalmegh) ঃ	৭০
(৫১)	কার্বো এনিমিলিস (Carbo Animelis) ঃ	৭১

(৫২) কার্বো ভেজিটিবিলস (Carbo Vegitabilies) ঃ ৭১
(৫৩) কুপ্রাম মেটালিকাম (Cuprum Metalicum) ঃ ৭১
(৫৪) কোনিয়াম ম্যাকুলেটাম (Conium Maculatum) ঃ ৭২
(৫৫) ক্যাকটাস গ্র্যাবিফ্লোরাস (Cactus Grabiflorus) ঃ ৭২
(৫৬) ক্যালকেরিয়া কার্বনিকা (Calcaria Carbonica) ঃ ৭৩
(৫৭) ক্যালকেরিয়া ফসফরিকা (Calceria Phosphorica) ঃ ৭৩
(৫৮) ক্যালকেরিয়া ফ্লুরিকা (Calceria Flarica) ঃ ৭৩
(৫৯) ক্যালকেরিয়া সালফিউরিকা (Calceria Sulphurica) ঃ ৭৪
(৬০) ক্যান্থারিস (Cantharis) ঃ ৭৪
(৬১) ক্যাপ্সিকাম (Capsicum) ঃ ৭৪
(৬২) ক্যামোমিলা (Chamomilla) ঃ ৭৫
(৬৩) ক্যালি বাইক্রমিকাম (Kali Bichromicum) ঃ ৭৫
(৬৪) ক্যালি কার্বোনিকাম (Kali Carbonicum) ঃ ৭৬
(৬৫) ক্যালি ব্রোমেটাম (Kali Brometum) ঃ ৭৬
(৬৬) ক্যালি মিউরিয়েটিকাম (Kali Muriaticum) ঃ ৭৬
(৬৭) ক্যালি ফসফরিকাম (Kali Phosphoricum) ঃ ৭৭
(৬৮) ক্যালি সালফিউরিকাম (Kali Sulphuricum) ঃ ৭৮
(৬৯) ক্রিয়োজোটাম (Kriasotum) ঃ ৭৮
(৭০) ক্রোকাস স্যাটাভিা (Crocus Sataiva) ঃ ৭৮
(৭১) ক্রোটেলাস হরিডাস (Crotalus Horidus) ঃ ৭৮
(৭২) গ্র্যাফাইটিস (Graphitis) ঃ ৭৯
(৭৩) গ্লোনয়িন (Glonoine) ঃ ৭৯
(৭৪) চায়না (Chaina) ঃ ৭৯
(৭৫) চেলিডোনিয়াম মেজস (Chelledonium Mejas) ঃ ৮০
(৭৬) জনশিয়া অশোকা (Jonosia Asoka) ঃ ৮০
(৭৭) জাস্টিশিয়া এডাটোডা (Justisea Adatoda) ঃ ৮০
(৭৮) জিঙ্কাম মেটালিকাম (Zincum Metalicum) ঃ ৮১
(৭৯) জেলসিমিয়াম (Gelsemium) ঃ ৮১

(৮০)	জ্যান্থোক্সিলাম (Xanthosylum) ঃ	৮২
(৮১)	ট্রিলিয়াম পেন্ডুলাম (Trillium Pendulum) ঃ	৮২
(৮২)	টিউবারকিউলিনাম (Tuberculenum) ঃ	৮২
(৮৩)	টেরিবিন্থিনা (Teribenthena) ঃ	৮৩
(৮৪)	ডালকামরা (Dalcamara) ঃ	৮৩
(৮৫)	ডিজিটেলিস (Degitelis) ঃ	৮৩
(৮৬)	ডায়োস্কোরিয়া (Deascoria) ঃ	৮৪
(৮৭)	ড্রসেরা (Drosera) ঃ	৮৪
(৮৮)	থুজা অক্সিডেন্টালিস (Thuja Occidentalis) ঃ	৮৪
(৮৯)	নক্স মস্কেটা (Nux moscheta) ঃ	৮৫
(৯০)	নাক্স ভূমিকা (Nux Vomica) ঃ	৮৫
(৯১)	নেট্রাম কার্বনিকাম (Natrum Carbonicum) ঃ	৮৬
(৯২)	নেট্রাম ফসফরিকাম (Natum Phosphoricum) ঃ	৮৬
(৯৩)	নেট্রাম মিউরিয়েটিকাম (Natum Muriaticum) ঃ	৮৬
(৯৪)	নেট্রাম সালফ (Natram Sulph) ঃ	৮৭
(৯৫)	পডোফাইলাম	৮৭
(৯৬)	পালসেটিলা	৮৮
(৯৭)	পাইরেজিনাম	৮৯
(৯৮)	পেট্রোলিয়াম	৮৯
(৯৯)	প্যালাডিয়াম	৮৯
(১০০)	প্যাটিনা	৯০
(১০১)	ফসফরাস	৯০
(১০২)	ফাইটোলাক্কা	৯১
(১০৩)	ফিকাস রেলিজিওসা	৯১
(১০৪)	ফিকাস ইন্ডিকা	৯১
(১০৫)	ফেরাম মেটালিকাম	৯১
(১০৬)	ফেরাম ফসফরিকাম	৯২
(১০৬)	বার্বেরিস ভালগেরিস	৯২

(১০৭) বিউফো রানা (Bufo Rana) ঃ ৯৩
(১০৮) বেলেডোনা (Belladonna) ঃ ৯৩
(১০৯) বোরাক্স ভেনিটা (Borox Veneta) ঃ ৯৩
(১১০) বোভিষ্টা (Bovista) ঃ ৯৪
(১১১) ব্রোমিয়াম (Bromium) ঃ ৯৪
(১১২) ব্যাসিলিনাম (Bacillinum) ঃ ৯৫
(১১৩) ব্যাপ্টিশিয়া (Baptisia) ঃ ৯৫
(১১৪) ব্যারাইটা কার্ব (Baryta Carb) ঃ ৯৬
(১১৫) ব্যারাইটা মিউর (Baryta mur) ঃ ৯৬
(১১৬) ব্রায়োনিয়া এলবা (Bryonia Alba) ঃ ৯৭
(১১৭) ভাইর্বানাম অপুলাস (Vibernum Opu) ঃ ৯৭
(১১৮) ভিরেটাম এলবাম (Veratum Album) ঃ ৯৮
(১১৯) মার্কুরিয়াস কর (Mercurius Cor) ঃ ৯৮
(১২০) মাকুরিয়াস সল (Mercurius Sol) ঃ ৯৮
(১২১) মেলিফোলিয়াম (Melifolium) ঃ ৯৯
(১২২) মেডোরিনাম (Medorrhinum) ঃ ৯৯
(১২৩) মেজোরিয়াম (Mezereum) ঃ ১০০
(১২৪) ম্যাগনেশিয়া কার্ব (Mag Carb) ঃ ১০০
(১২৫) ম্যাগনেশিয়া ফস (Mag Phos) ঃ ১০০
(১২৬) রাসটক্স (Rhus tox) ঃ ১০১
(১২৭) ম্যাগনেশিয়াম মিউর ঃ ১০১
(১২৮) রুমেক্স বা রিউমেক্স (Rumex) ঃ ১০২
(১২৯) রুটা গ্রেভিওলেন্স (Ruta Graveolens) ঃ ১০২
(১৩০) র‍্যানান কিউলাস বাল্ব (Rannanculus B) ঃ ১০২
(১৩১) লাইকোপোডিয়াম (Lycopodium) ঃ ১০৩
(১৩২) লিডাম পাল (Lidum Pal) ঃ ১০৪
(১৩৩) লিলিয়াম টিগ্রিনাম (Lillium Tigrinum) ঃ ১০৪
(১৩৪) ল্যাকেসিস (Lachesis) ঃ ১০৪

(১৩৫) সাইকিউটা ভিরেসা (Cicuta Verosa) ঃ ১০৫
(১৩৬) সাইলিশিয়া (Silecia) ঃ ১০৫
(১৩৭) সালফার (Sulphur) ঃ ১০৬
(১৩৮) সিনা (Cina) ঃ ১০৭
(১৩৯) সিপিয়া (Sepea) ঃ ১০৭
(১৪০) সিকেলী কর (Secali Cor) ঃ ১০৭
(১৪১) সিম্ফাইটাম (Sumphytum) ঃ ১০৮
(১৪২) সিফিলনাম (Syphilinum) ঃ ১০৮
(১৪৩) সেলিনিয়াম (Selenium) ঃ ১০৯
(১৪৪) সেনেগা (Senega) ঃ ১১০
(১৪৫) সোরিনাম (Psorinum) ঃ ১১০
(১৪৬) স্যাবাডিলা (Sabadilla) ঃ ১১১
(১৪৭) স্যাবাইনা (Sabina) ঃ ১১১
(১৪৮) স্যাঙ্গুইনেরিয়া ক্যান (Sanguineria Can) ঃ ১১২
(১৪৯) স্পাইজিলিয়া (Spigilia) ঃ ১১২
(১৫০) স্পঞ্জিয়া টোষ্টা (Spongia Tosta) ঃ ১১২
(১৫১) স্ট্যানাম (Stanum) ঃ ১১২
(১৫২) স্ট্যাফিসগ্রিয়া (Staphisagria) ঃ ১১৩
(১৫৩) স্ট্যামোনিয়াম (Stramonium) ঃ ১১৩
(১৫৪) হলারিনা এন্টিডিসেন্ট্রিনা (Holarina Anti Desentrina) ঃ ১১৪
(১৫৫) হাইড্রাসটিস ক্যান (Hydustris Can) ঃ ১১৪
(১৫৬) হায়োসিয়েমাস (Hyoseyamus) ঃ ১১৫
(১৫৭) হাইপেরিকাম (Hypericum) ঃ ১১৫
(১৫৮) হিপার সালফার (Heper Sulpher) ঃ ১১৭
(১৫৯) হেমামেলিস (Hemamelis) ঃ ১১৭
(১৬০) হেলিবোরাস (Helleborus) ঃ ১১৮
(১৬১) হেলোনিয়াস-ডি (Helonias-D) ঃ ১১৮

সূচীপত্র (দ্বিতীয় খণ্ড)

(১) এন্টিম টার্ট (Antim trat) : ক্যাপিল্যারি ব্রঙ্কাইটিস। ১৩৫

(২) এরালিয়া রেসিমোসা (Aralia Racemosa) : হাঁপানি, শুলেই কাশির উদ্রেক। ১৩৯

(৩) একোনাইট নেপ (Aconite Nap) : শিশু ভূমিষ্ঠ হয়েই যদি না কাঁদে বা প্রস্রাব না করে। ১৩২

(৪) অরম সালফ্ (Auram Sulph) : স্তনের বিভিন্ন রোগ।

(৫) অরম মিউর ন্যাট (Aurum mur nat) : জরায়ুর বিভিন্ন ধরণের রোগ। ১১৯

(৬) একলিফা ইণ্ডিকা (Acalipha indica) : যক্ষা রোগীর রক্ত বমি হওয়া। ১৩১

(৭) এসিড ফস (Acid Phos) : শুক্রক্ষয়জনিত বুদ্ধি বৈকল্য। ১৪১

(৮) অরম মিউর Aurum mur) : জিহ্বায়, মলদ্বারে, জননেন্দ্রিয়ে আঁচিল ও ফিসচুলা।

(৯) এব্রোটেনাম (Abrotanum) : শিশুর নাভি না শুকানো ও রিকেট রোগ। ১১৯

(১০) এবসিন্থিয়ম (Absinthum) : ব্যাঙের ছাতা খাওয়ায় বিষাক্ততা ও মৃগীরোগ।

(১১) এব্রোটেনাম (Abrotanum) : মেটাসটেটিক বা রোগান্তর প্রাপ্তি। ১১৯

(১২) আর্টিমেশিয়া ভ্যালগারিস (Artmisia Val) : শিরপীড়া ভাল হওয়ার পর কানে পুঁজ হওয়া। ১২৩

(১৩) এসিড নাইট্রিক (Acid Nitric) : অর্শরোগ বা পাইলস্। ১৪২

(১৪) এসিড নাইট্রিক (Acid Nitric) : দুষিতক্ষত ও রক্তস্রাবী আঁচিল। ১৪২

(১৫) এসিড ফ্লোরিকম (Acid Flouricum) : দাঁতের গোড়ায় ফিসচুলা। ১৪৩

(১৬) এসিড ফ্লোরিক (Acid Floric) : ডান কাঁধের সন্ধিবাত ও সাইকোতাইটিস।

(১৭) এলিট্রিস ফেরিনোসা (Aletris Feri) : বাধক বেদনা, শ্বেতপ্রদর স্রাব, হজমের গোলমাল ও এনিসিয়া। ১৩৪

(১৮) এসফিটিডা (Asafoetida) : গর্ভ না হয়েও স্ত্রীলোকের স্তনে দুধ আসা। ১৪৩

(১৯) অ্যাসপিডোসপারমা (Aspidosparma) : কার্ডিয়াক এ্যাজমা। ১৪৪

(২০) এমিল নাইট্রেট (Amyl Nitrate) : এনজিনা নেকটোরিস। ১৩৮

(২১) এসিড সালফ (Acid Sulph) : রোবিনিয়া (Robinea) অম্লরোগ পেটজ্বালা, বুক জ্বালা, ও মুখে টক জল ওঠা, দাঁত টকে যাওয়া। ১৪২

(২২) আর্জেন্টিনাম নাইট্রিকাম (Arg Nitricum) : কনটাংটিভাইটিস। ১২২

(২৩) অ্যাটিষ্টা ইণ্ডিকা (Artista Indica), অ্যাটিষ্টা র‍্যাডিস (Artista Radis) : সাদা আমাশয়, রক্ত আমাশয় ও ক্রিমি। ১২৩

(২৪) আর্জেন্টাম মেট (Arg met) : ফলিকিউলার ফ্যারেনজাইটিস। ১২১

(২৫) এন্টিম ক্রুড (Antim Crud) : পায়ের গোড়ালীতে ব্যাথা বেদনা ও রিউম্যাটিজম। ১৩৪

(২৬) আর্ণিকা মন্টেনা (Arnica Montana) ঃ বসন্তের টিকার গুণকে বজায় রেখে জ্বর ভাল করে। ১২৩
(২৭) হ্যামেমেলিস ও এসিড ফ্লোরিকাম (Hemamalis & Acid Fluricum) ঃ গর্ভাবস্থায় পায়ের শিরাস্ফীতি। ১৯৮
(২৮) এগারিকাস মাসকেরিয়াস (Agaricus mascarius) ঃ হাজা রোগের জন্য অব্যর্থ। ১৩৩
(২৯) বোরাক্স (Burax) একোনাইট (Aconite) ঃ শিশু যদি হঠাৎ কোন কারণে অজ্ঞান হয়ে যায়। ১৭৩
(৩০) এসিড সারকোল্যাকটিক (Acid Sercolactic) ঃ ইনফ্লুয়েঞ্জা রোগের স্পেসিফিক। ১৪৩
(৩১) এন্টিম ক্রুড (Antim Crud) ঃ অতিরিক্ত আহার জনিত উদররোগ। ১৩৪
(৩২) এরামট্রিফাইলাম (Arum triphillum) ঃ ধর্মযাজক, বক্তা ও অভিনেতাদের গলায় ঘা ও স্বরভঙ্গ। ১৪০
(৩৩) এলিয়ম সেপা (Allium Cepa) ঃ নাকের মধ্যে বহুপাদ অর্ব্বুদ। ১৩৪
(৩৪) এলুমিনা (Allumina) ঃ সীসক বিষাক্ততার জন্য যে কোন রোগ। ১৩৯
(৩৫) এরাম ট্রিফাইলাম (Arum triphillum) ঃ নাক খুটিয়া অথবা শরীরের যে কোন দ্বার খুঁটিয়া রক্তবাহির করার অভ্যাস। ১৪০
(৩৫) পার্টুসিন (Partussin) ঃ হুপিং কাশির স্পেসিফিক ঔষধ। ১৬৭
(৩৬) অর্জুনা (Arjuna) ঃ হৃদপিণ্ডের বিভিন্ন রোগ ও উচ্চ রক্তচাপের জন্য ভাল ঔষধ।
(৩৭) এপিস মেল (Apis mel) ঃ পিপাসা হীনতাসহ সর্বাঙ্গিন শোথ। ১৩৫
(৩৮) এলষ্টোনিয়া (Alostonia) ঃ দূষিত জলপানে উদরাময় এবং স্বাস্থ্যবর্দ্ধক টনিক। ১৩৯
(৩৯) এলুমিনা (Alumina) ঃ পাউডার দুধ ম্যানার দ্বারা খাওয়ার জন্য শিশুর কোষ্ঠবদ্ধতা। ১৩৯
(৪০) এমোন বেঙ্কোয়িকাম (Ammon Bengoicum) ঃ গাউট রোগে শরীরের সন্ধি স্থানগুলি ফুলে যাওয়া। ১৩৭
(৪১) এলোজ সকোট্রিনা (Aloes Scotrina) ঃ সাদা আমাশয় ও হজমের গোলমালে। ১৩৮
(৪২) এনথ্রাক্সিনাম (Anthraxinum) ঃ কার্বঙ্কল ও জ্বালাকর বিষাক্ত ঘা।
(৪৩) এন্টিম ক্রুড (Antim crud) ঃ পর্য্যায়ক্রমে উদরাময় ও কোষ্ঠবদ্ধতা। ১৩৪
(৪৪) এমোন কার্ব (Ammon Carb) ঃ ব্রঙ্কিয়েল অ্যাজমা। ১৩৬
(৪৫) এরোণ্ডো ম্যারিট্যানিকা (Arundo mart) ঃ দুগ্ধ পোষ্য শিশুদের প্রায়ই উদরাময় রোগ।

(৪৬) এমোন কার্ব (Ammon Carb) ঃ যে কোন ধোয়ায় থাকায় কিংবা কার্বন গ্যাসে অজ্ঞান হয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে স্পেসিফিক। ১৩৬
(৪৭) আর্টিমিশিয়া (Artimisia) ঃ চোখে আঘাত লাগার ক্ষেত্রে ভাল কাজ করে। ১২৩
(৪৮) এমোন কষ্টিকাম (Ammon Custcum) ঃ স্বরভঙ্গ, স্বরলোপ হওয়া কিংবা ল্যারিংক্স এর প্রদাহ।
(৪৯) এনাকার্ডিয়াম (Anacardium) ঃ গ্যাষ্টিক আলসার পেটখালি হলেই কষ্ট, স্মৃতি শক্তি হ্রাস। ১৩৪
(৫০) এন্টিম সালফ্ (Antim Sulph) ঃ হাত পায়ের তলায় ও অণ্ডকোষে চর্মরোগ।
(৫১) এমোন পিক্রেটস (Ammon Picratus) ঃ মাসিকের আগে ও পরে মাথার যন্ত্রণা। ১৪২
(৫২) এট্রোপিয়া (Atropia) ঃ পাকস্থলীর পুরাতন পীড়া, ঘা ও যন্ত্রণা।
(৫৩) এমোন ফস (Ammon phos) ঃ গাঁটে বাত ও গাঁটে গাঁটে চিবলী হওয়া। ১৩৭
(৫৪) এসাফিটিডা (Asafitida) ঃ পেটে বায়ু জমা ও নিঃসরণ না হওয়া। ১৪৩
(৫৫) এমন মিউর (Ammon mur) ঃ সায়েটিকা বাত।
(৫৬) এপিস মেল (Apismel) ঃ আরও কয়েকটি ঔষধ, আমবাত নাশক। ১৩৭
(৫৭) আরম মেট (Aurum met) ঃ আত্মহত্যার প্রবণতাযুক্ত মৃত্যু সংক্রান্ত রোগ। ১১৯
(৫৮) অরম মেটালিকাম (Aurum met) ঃ ডানদিকের অন্তকোষের বেদনা। ১১৯
(৫৯) জেলাসিমিয়ম, আর্জেন্টাম নাইট্রিকাম, এভেনা স্যাট (Gels, Ars Nit, Avena) ঃ লেখার সময় হাত কাঁপা। ১৬০
(৬০) ঈগল ফোলিয়া (Aegal Flolia) ঃ পেটের রোগে ভুগেভুগে শোথ। ১৩০
(৬১) ঈগল মার (Aegal mur) ঃ পুরাতন উদরাময় ও আমাশয়। ১৩১
(৬২) এলফ্যালফা (Alfalfa) ঃ মেদবৃদ্ধির জন্য টনিক ঔষধ। ১২৪
(৬৩) এজাডিরেক্টা ইণ্ডিকা (Azadirecta) ঃ ঘুষে ঘুষে জ্বর নাশক, রক্ত পরিষ্কারক ও চর্মরোগ নাশক। ১৩৩
(৬৪) অ্যাকার‍্যান্থাস অ্যাসপেরা (Acyranthus Aspera) ঃ আমাশয় ও পুরাতন উদরাময়ের জন্য সুনির্ধারিত ঔষধ। ১২৪
(৬৫) বেলেডোনা (Belladona) ঃ এপেনডিসাইটিস রোগে একেবারে প্রথম অবস্থা। ১৭৩
(৬৬) আর্ণিকা মন্টেনা (Arnica montana) ঃ আঘাত জনিত যে কোন রোগ। ১৩৭
(৬৭) বেলেডোনা (Belladonna) ঃ ফোড়ার প্রাথমিক অবস্থা। ১৭৩
(৬৮) ব্রাওনিয়া এলবাম (Bryonia Alb) ঃ সর্দিকাশি জ্বর এবং বুকে সূচ ফোটানো বেদনা। ১৭৬

(৩২৩) ডিসেন্টীনা কম্পাউন্ড (Dysentri Co) ঃ ডিওডিন্যাল আলসার।
(৩২৪) নেট্রাম মিউর (Natrum Mur) ঃ হাতের তালুতে আঁচিল। ১৬৬
(৩২৫) সিনামোনাম (Cinamonium) ঃ হিক্কার স্পেসিফিক।
(৩২৬) মার্কুরিয়াস কর (Mercurius Cor) ঃ গর্ভাবস্থায় এলবুমেন যুক্ত প্রস্রাব। ১৭৯
(৩২৭) ওলিয়ম জেকরিস এসিলি (Olium Jecoris Asili) ঃ পুরাতন সর্দিকাশি, রিকেট। ১৪৪
(৩২৮) নেটাম মিউর (Natrum Mur) ঃ রিকেট, গলার দিক থেকে ক্রমশ নিচের দিকে শুকিয়ে যাওয়া।
(৩২৯) আইওডিয়ম (Iodium) ঃ স্তনদ্বয় শুষ্ক হয়ে যাওয়া। ১২০
(৩৩০) ম্যাগনেশিয়া ফস (Magnesia Phos) ঃ যন্ত্রণা যদি গরমে উপশম হয়। ১৮১
(৩৩১) পোথস ফিটিডাস (Pothos Fetidus) ঃ ডাস্ট এলার্জি। ১৬৮
(৩৩২) পাইরোজেন (Pyrogen) ঃ হাই টেম্পারেচার। ১৬৮
(৩৩৩) প্যারোটিডিনাম (Parotidinum) ঃ মাম্পসের প্রতিষেধক। ১৬৮
(৩৩৪) পডোফাইলাম (Podophyllum) ঃ ডাইওরিয়া বা উদরাময়। ১৬৭
(৩৩৫) নিউমোককসিন (Pnumococcin) ঃ নিউমোনিয়ার স্পেসিফিক।
(৩৩৬) প্যাসিফ্লোরা ইনকারনেটা (Passiflora Inconnota) ঃ অনিদ্রার জন্য স্পেসিফিক। ১৬৯
(৩৩৭) প্ল্যান্টাগো মেজর (Plantago) ঃ দাঁতের যন্ত্রণার জন্য স্পেসিফিক। ১৬৯
(৩৩৮) পিনিয়েল (Piniol) ঃ শিশুদের অল্প বয়সেই অতি বৃদ্ধি।
(৩৩৯) পেপসিন (Pepsin) ঃ হজমের গোলমাল। ১৬৯
(৩৪০) প্যালেডিয়ম (Palladium) ঃ দক্ষিণ ওভারির যন্ত্রণা। ১৬৯
(৩৪১) পেট্রোলিয়ম (Petrolium) ঃ শীতকালীন চর্মরোগ। ১৬৮
(৩৪২) ফসফরাস (Phosphorus) ঃ ব্রঙ্কাইটিস, নিউমোনিয়া। ১৭০
(৩৪৩) ফসফরাস (Phosphorus) ঃ গর্ভাবস্থার শেষে এলবুমেন মূত্র। ১৭০
(৩৪৪) ফাইটোলাক্কা (Phyto lacca) ঃ টনশিলাইটিস ঠুনকো বা ম্যাষ্টাইটিস ও স্তনে টিউমার। ১৭১
(৩৪৫) ফাইটোল্যাক্কা (Phytolacca) ঃ ফ্যারেনজাইটিস, টনশিলাইটিস।
(৩৪৬) রাসটক্স (Rhus tox) ঃ চিকেন পক্স, জলবসন্ত। ১৮৩
(৩৪৭) রাসটক্স (Rhus tox) ঃ ইনফ্লুয়েঞ্জা জ্বর। ১৮৩
(৩৪৮) র‍্যানান কিউলাস বাল্ব (Ranunculus B) ঃ সায়েটিকা বাতে পায়ের তলায় লাগালে উপকার হয়। ১৮৫
(৩৪৯) র‍্যানানকিউলাস. বি (Rananculus B) ঃ পোড়া নারাঙ্গা, ভেসিকিউলার

ইবাপশন। ১৮৫

(৩৫০) রাস এরোমেটিকাম (Rhus Aro) ঃ অজ্ঞাতসারে বিছানায় প্রস্রাব করা। ১৮৩

(৩৫১) রাউয়ালফিয়া সার্পেন্টিনা (Rauvolfia Surpentina) ঃ হাইব্লাড প্রেসার। ১৮৪

(৩৫২) সিকেলি কর (Secale Cor) ঃ শুকনো গ্যাংগ্রিন। ১৯১

(৩৫৩) সেনেগা (Senega) ঃ শীতকালীন হাঁপানী। ১৯৩

(৩৫৪) সেনা (Sena) ঃ অক্সালিউরিয়া।

(৩৫৫) স্যাঙ্গুইনেরিয়া ক্যান (Sanguinaria Con) ঃ সাইনোসাইটিস। ১৯৪

(৩৫৬) স্পঞ্জিয়া টেষ্টা (Spongia Tosta) ঃ ব্রঙ্কাইটিস, এ্যাজমা। ১৯২

(৩৫৭) সিজিজিয়ম জ্যাম্বো (Syzizium Jamb) ঃ ডায়াবেটিস।

(৩৫৮) ওভারি (Ovary) ঃ অর্গানিক অসুবিধা বিহীন রোগীনির স্বামীসহবাস হওয়া সত্ত্বেও গর্ভ না হওয়া।

(৩৫৯) ষ্ট্যাফিসাগ্রিস (Staphisagria) ঃ অপারেশনের স্থানে অসহ্য যন্ত্রণা। ১৯৬

(৩৬০) সিপিয়া (Sepia) ঃ ধোপানীর ঔষধ। ১৯১

(৩৬১) সেলিনিয়ম (Selinium) ঃ মাথার, ভ্রুর দাড়ির চুল উঠে যাওয়া। ১৯২

(৩৬২) ষ্ট্যাফিসাগ্রিয়া (Staphisagria) ঃ ক্রোধ দমন করার জন্য রোগ। ১৯৬

(৩৬৩) স্যাবাইনা (Sabina) ঃ ইনকমপ্লিট এবরশন বা গর্ভপাত সম্পূর্ণ না হওয়ায় প্রভুত রক্ত স্রাব ও মেনোরেজিয়া। ১৯৪

(৩৬৪) ষ্ট্যাফিসাগ্রিয়া (Staphisagria) ঃ হস্তমৈথুন জনিত রোগ। ১৯৬

(৩৬৫) সাইকোটিক কোম্পাউন্ড (Sycotic Compound) ঃ প্রায়ই যারা বিভিন্ন রোগে ভোগে।

(৩৬৬) সোলেনাম জ্যান্থ (Solanum Junth) ঃ যে কোন ধরণের স্বরভঙ্গ।

(৩৬৭) স্যালিডাগে (Solidago) ঃ হোমিওপ্যাথি ক্যাথিটার মূত্রবদ্ধ। ১৮৮

(৩৬৮) ষ্ট্যানাম মেট (Stanum met) ঃ মিষ্ট স্বাদ বিশিষ্ট গয়ের। ১৯৫

(৩৬৯) রাসটক্স (Rhustox) ঃ পায়খানা দ্বারে ফোড়া বসাতে। ১৮৩

(৩৭০) স্যাবল সেরুলেটা (Sabal Serulata) ঃ স্তনগ্রন্থি পুষ্টির জন্য স্পেসিফিক। ১৯৩

(৩৭১) সারাসিনিয়া (Sarracenia P) ঃ বসন্ত রোগের স্পেসিফিক। ১৯৫

(৩৭২) ফাইসস্টিগমা (Physostigma) ঃ রাতকানা রোগ বা নাইট ব্লাইন্ডনেস। ১৭০

(৩৭৩) সিমফরিকারপাস রেসিমোসা (Symphori carpus Racimosa) ঃ গর্ভবতী রমনীর বমি ও বমি ভাব। ১৯২

(৩৭৪) স্যাবল সেরুলেটা (Sabal Serulata) ঃ স্পোষ্টেটিক ইনলার্জমেন্ট। ১৯৩

(৩৭৫) টেষ্টীস (Testis) ঃ গোঁফ-দাড়ি বেরোনোর জন্য সাহায্য করে।

(৩৭৬) টিউবারকিউলেনাম ব্রভি (Tubercullinum bov) ঃ টিউবার কিউলার ম্যায়াজমেটিক। ১৬২

(৩৭৭) টিটানিয়ম (Titanium) ঃ তাড়াতাড়ি বীর্যস্খলন। ১৬২

(৩৮৮) থাইরয়েডিনাম (Thyroidinum) ঃ গয়টার বা গ্রেভস।

(৩৮৯) সাইলিশিয়া (Silicea) ঃ নালী ক্ষতের মহৌষধ। ১৮৯

(৩৯০) সালফার আয়োড (Sulphur Iod) ঃ ক্ষৌরকুন্ডু বা বার্ব্বামি ইচ্। ১৯০

(৩৯১) ক্যালিফস (Kali Phos) কোনিয়ম (Conium), Gels (জেলস্) থেরিডিয়ম (Theridium) ঃ মাথা ঘোরা বা ভার্টিগো।

(৩৯২) টেরিবিন্থ (Teribinth) ঃ মূত্রগ্রন্থি প্রদাহ ও রক্তমূত্র। ১৬৩

(৩৯৩) আর্টিকা ইউরেন্স (Urtica Urense) ঃ একিউ গাউট রোগ। ১২৩

(৩৯৪) ইউরেনিয়ম নাইট্রিকাম (Uranium Nitricum) ঃ ডায়াবেটিস ম্যালিটাস ও গ্যাসট্রিক আলসার। ১২৮

(৩৯৫) ভাইবারনাম অপুলাস (Vibernum Opulus) ঃ স্পাজমাটিক টিসম্যানোরিয়া। ১৭৭

(৩৯৬) ভারবিনা হ্যাসটাটা (Verbena Hastata) ঃ পেটিটম্যাল এপিলেপ্সী।

(৩৯৭) ভিরেট্রাম এলবাম (Veratum Alb) ঃ বমি ও পায়খানা একসাথে শুরু ও কলেরা রোগ। ১৭৭

(৩৯৮) ভিসকাম এলবাম (Viscum Alb) ঃ উচ্চ রক্তচাপ ও বধিরতা।

(৩৯৯) ইয়োহিম্বিনাম (Yohimbinum) ঃ জননেন্দ্রিয়ের উত্তেজনা সৃষ্টি করতে পারে। ১৩১

(৪০০) থুজা অক্সিডেন্টালিস (Thuja Occidentalis) ঃ আচিল ও অর্ব্বুদ। ১৬৫

(৪০১) ভ্যাক্সিনিনাম মার্টলাস (Vaccinum Mryrit) ঃ খুব পুরাতন আমাশয়ের স্পেসিফিক। ১৭৮

(৪০২) জিংকাম মেট (Zincum met) ঃ বক্ষাঘাত প্যারালিসিস। ১৬০

(৪০৩) জ্যান্থকজাইলাম (Xanthoxylum) ঃ নিউর‍্যালজিক, ডিসম্যানোবিয়া বা বাধক বেদনা। ১৬১

(৪০৪) জেরোফাইলাম (Xerophyllum) ঃ জড়বুদ্ধি ও পড়াশুনায় অমনোযোগী।

(৪০৫) এক্স-রে (X-ray) ঃ হাতের তালুতে একজিমা।

(৪০৬) জিমনেমা সিলভেষ্টার (Gymnema Sylvester) ঃ ডায়াবেটিস মেলিটাসের স্পেসিফিক।

(৪০৭) সালফার (Sulphur) ঃ এন্টিসোরিক ও বিভিন্ন ধরণের চর্মরোগের স্পেসিফিক (ঠাণ্ডার রোগের উপশম)।

ঔষধ পরিচয়

(ঔষধের বিশেষ লক্ষণ রোগক্ষেত্রে তার প্রয়োগ কৌশল)

অ্যাব্রোটেনাম (Abrotanum) ঃ যে সমস্ত ব্যক্তি বদমেজাজী ক্রোধী খিটখিটে, হতাশ, উগ্রপ্রকৃতির, নিষ্ঠুর ও নির্মম কাজ করিতে পারে। অথবা যদি কোন ব্যক্তির কোন রোগ চাপা পড়ার পর অন্য আর একটি কোন নতুন রোগের উৎপত্তি হয় আবার সেই রোগটি চাপা পড়ে অন্য আর একটি রোগের সৃষ্টি হয়। অর্থাৎ যদি কারও মধ্যে রোগান্তর প্রাপ্তি, কিংবা শিশুদের নাভিকাটার পর যদি শুকোতে খুব বেশী দেরী হয়ে যায় অথবা শরীরের নীচের দিক থেকে যদি কেউ শুকিয়ে যেতে থাকে এবং তার যদি নাভি পাকার ইতিহাস থাকে। কোষ্ঠবদ্ধতায় যদি সমস্ত রোগের বৃদ্ধি এবং গরম আবহাওয়ায় ও পাতলা পায়খানায় যাদের সমস্ত রোগের উপশম হয় তাদের যে কোঁন রোগের ক্ষেত্রে অ্যাব্রোটেনাম ঔষধটি সুন্দর কাজে লাগে।

অরাম মেটালিকাম (Aurum Metalicum) ঃ রক্ত প্রধান ধাতু বিশিষ্ট ব্যক্তি যাহাদের কালো চোখের তারা, মাথায় একমাথা কালো চুলে ঢাকা, অত্যন্ত সজীব অস্থির প্রকৃতির মানুষ ভবিষ্যত চিন্তায় যাহারা সর্বদাই উৎকণ্ঠিত। পারদ কিংবা সিফিলিসের কুফলে যাহাদের সমস্ত শরীর নষ্ট করিয়া দিয়াছে। যে সমস্ত ব্যক্তির অণ্ডকোষদ্বয় ভালরূপে পুষ্ট হয়নি থলির মত ঝুলিয়া আছে, অথবা যদি কখনো কোন ব্যক্তির ডান দিকের অন্ডকোষ অধিকমাত্রায় বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া গিয়া অত্যধিক ব্যাথা ও যন্ত্রণায় কষ্ট পাইতে থাকে এবং যে সমস্ত ব্যক্তি প্রায়ই নাক ও কানের কোমল অস্থির ক্ষতে কষ্ট পায়। জীবনে বিতৃষ্ণা গভীর বিষাদ, আত্মহত্যার প্রবণতা যুক্ত রোগী। হৃদপিন্ডে মেদ বৃদ্ধির ফলে যদি কোন ব্যক্তির হৃদ্স্পন্দনে কষ্ট পায় অথবা যদি কোন যুবতীর যৌবনকালে আত্মহত্যার প্রবণতা থাকে এবং নিঃশ্বাসে দুর্গন্ধ ছাড়ে গরমে সমস্ত রোগের বৃদ্ধি এবং শীতে যদি সমস্ত রোগ উপসর্গের উপশম ঘটে তাহলে সেই সমস্ত ব্যক্তির রোগ এই ঔষধটিতে আরোগ্য করিতে পারিবে।

অক্সালেট অব সিরিয়াম (Oxalicum of Cirium) ঃ গর্ভাবস্থায় যদি কোন স্ত্রীলোকের বমি হতে থাকে এবং তা যদি অজীর্ণ খাদ্য মিশ্রিত হয় অন্যান বমির ঔষধে যদি উপকার না হয় তাহা হইলে এই ঔষধটি অবশ্যই উপকারে আসে 1X শক্তিতে সর্বাপেক্ষা ভাল কাজ করে।

আয়োডাম (Iodum) ঃ ক্রফুলা ধাতুযুক্ত কাল চুল ও চোখের তারা বিশিষ্ট ব্যক্তি, অত্যন্ত ক্ষুধা, প্রচুর আহার করা সত্ত্বেও যাহারা শুকাইয়া যাইতে থাকে। স্তন ভিন্ন অন্যান্য সমস্ত গ্রন্থি যাহাদের বৃদ্ধি পাইয়া থাকে। যাহারা অত্যন্ত দুর্বল সিড়ি বেয়ে উপরে ওঠার সময় অবসন্ন দম বন্ধবৎ কষ্ট অনুভব করে। ক্ষুধা পাইলে যাহাদের শারিরীক বিভিন্ন ধরণের কষ্ট অনুভব হয় কিন্তু খাওয়ার পর যাহারা সাময়িক উপশম বোধ করে। গরমে যাহাদের দারুণ অশান্তি কিন্তু ঠাণ্ডায় কাজের মধ্যে থাকিলে উপশম পায় শরীর হইতে নিসৃত যে

কোন ধরণের স্রাবই যাহাদের হাজাজনক হয় তাহাদের প্রায় সকল রোগেই আয়োডাম নামক ঔষধটির প্রয়োজন হয়।

আইরিস ভার্সিকিউলার **(Iris Versicular)** ঃ পকস্থলী অন্ত্র ও প্যাংক্রিয়াসের রোগে যাহারা কষ্ট পায়। প্যাংক্রিয়াস স্থানে যাহাদের জ্বালা ও অস্বস্তি অনুভব হয়। বমি বমি ভাব ও মুখে অপেক্ষাকৃত লালা উঠতে থাকে। মুখে টক আস্বাদ ও টকজল উঠতে থাকে বমি হয় লালা লালা মত হড়হড়ে এবং বমির পর গলা হইতে পেট পর্যন্ত যদি আগুনে পোড়ার মত জ্বালা করতে থাকে। পেট ভার ও পেটের মধ্যে যদি শব্দ হতে থাকে তবে তাদের রোগে আইরিস ভার্সিকিউলার খুব ভাল কাজ করে।

আর্জেন্টাম মেটালিকাম **(Argentum Metalicum)** ঃ পাতলা চেহারার উত্তেজনা প্রবণ ব্যক্তি। পারদ ব্যবহারের কুফলে যাহারা পীড়াগ্রস্থ, হস্তমৈথুনের কুফলে যারা ভুগছেন। যাদের বিচার শক্তি স্মৃতিশক্তি খুবই দুর্বল হইয়া পড়িয়াছে। বেশী ঠাণ্ডা অসহ্য শিরপীড়া স্নায়বিক যন্ত্রণা গরমে আচ্ছাদনে ও বিশ্রামে যাহাদের উপশম হয়। ডিম্বকোশে বা অণ্ডকোষের যন্ত্রণায় যাহারা কষ্ট পান। প্রায়ই স্বরযন্ত্রের বিভিন্ন রোগে যাহারা ভুগতে থাকেন। সামান্য স্বর চালনা বা স্বর যন্ত্রের কাজে যাহাদের স্বরলোপ কিংবা স্বরভঙ্গ ঘটে। স্বরযন্ত্রের ঘা এবং উহাতে প্রচুর চটচটে শ্লেষ্মা জমা প্রচন্ড হাঁচির সাথে দুর্বলকর কাঁচা জল গড়ানো সর্দি বাড়ে। যাহাদের শরীরের উত্তাপ কমিয়া যাইতে থাকে। শরীরের কার্টিলেসগুলি আক্রান্ত হয় তাহাদের যে কোন রোগে এই ঔষধটি অব্যর্থ কাজ করে।

আর্জন্টাম নাইট্রিকাম **(Argentum Nitricum)** ঃ যদি কোন ব্যক্তির অনভ্যস্ত কাজে যাওয়ার কথা চিন্তা করিলেই মন অস্থির হইয়া ওঠে এবং সেই কাজে খিপ্ত না হওয়া পর্যন্ত যদি ঐ অস্থিরতা বর্তমান থাকে। অস্বাভাবিকতা দীর্ঘকাল ব্যাপী মানসিক পরিশ্রম ও চিন্তা ভাবনার ফলে যদি কোন ব্যক্তির নতুন বা পুরাতন কোন রোগের সৃষ্টি হয়। কোন ভোজনালয় বা নাট্যশালায় যাইবার সময় অথবা জামা কাপড় পরিয়া বাহিরে কোন কাজে যাইবার সময় যে সমস্ত ব্যক্তির মলবেগ উপস্থিত হয়। যাহারা প্রায়ই চোখের বিভিন্ন প্রকার রোগে কষ্ট পান। মিষ্টি খাওয়ার প্রবল ইচ্ছা অথচ মিষ্টি খাওয়ার পরই যাহাদের সমস্ত রোগের উপসর্গের বৃদ্ধি ঘটে বিশেষতঃ পেটের গন্ডগোল সৃষ্টি হয়। পাকাশয়িক সমস্ত উপসর্গের সাথেই যদি পাকস্থলী ফাটিয়া যাওয়ার ন্যায় সশব্দে উদগার উঠিতে থাকে। পাকস্থলীতে ঘা হওয়ার প্রবণতা যুক্ত ব্যক্তি যাহারা সশব্দে উদগার তোলে এবং শীঘ্র শীঘ্র কাজ করায় অভ্যস্থ। গলায় মাছের কাঁটা আটকাইয়া থাকার মত খচখচে অস্বস্তি। গাড়ি চড়িয়া বেড়াইবার সময় অথবা ডানপাশে শয়ন করিলে হৃদকম্পন। শরীরের নিম্ন শাখার দুর্বলতা ও কম্পনের জন্য চলিতে ভীতি। অসুবিধা অনুভব করা। কোন উঁচু বাড়ীর পাশ দিয়া হাঁটিয়া যাইবার সময় যে সমস্ত ব্যক্তিগণ বাড়ীটি তাহার মাথায় ভাঙিয়া পড়িবে এইরূপ ভীতি প্রকাশ করে। মিউকাস মেমব্রেনে ক্ষত হওয়ার প্রবণতা যুক্ত ব্যক্তি। যাহাদের সমস্ত

রোগ উপসর্গ গরম ঘর, গরম খাদ্য ও লোক সঙ্গে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় তাহাদের সমস্ত রোগে আর্জেন্টাম নাইট্রিকাম অপূর্ব কাজ করে।

আর্নিকা মন্টেনা **(Arnica Montana)** ঃ স্নায়বিক প্রকৃতির স্বাস্থ্যবান রক্তপ্রধান সতেজ ও লাল মুখমণ্ডল বিশিষ্ট মানুষ। আঘাত লাগা, চোট পাওয়া উচ্চস্থান হইতে পড়িয়া যাওয়া, মাবধোর খাওয়ার ফলে শরীরে প্রচণ্ড ব্যাথা অনুভব করা কিংবা কারণ ছাড়াই যদি কাহারও শরীরে ব্যাথা আড়ষ্ট ভাব জন্মে। শরীরে ব্যাথা বেদনার জন্য নরম বিছানাও যাহাদের শক্ত বলিয়া মনে হয়। অত্যন্ত বিষণ্ণ একাকি থাকিতে চায়। কাহাকেও তাহার কাছে আসিতে দিতে চাহে না কাহারও সহিত কথা বলিতে চাহে না শরীরে ক্ষতবৎ বেদনার জন্য সে চাহে না যে কেহ তাহাকে স্পর্শ করুক। যদি কোন লোক রেল দুর্ঘটনা, বাস দুর্ঘটনা বা অন্য কোন আকস্মিক দুর্ঘটনার কবলে পড়িয়া আহত হইয়া চোট পাইয়া বেদনায় কষ্ট পাইয়াছিল সেই সকল ব্যক্তি যদি রাত্রিকালে ঘুমের মধ্য হইতে মৃত্যু ভয়ে জাগিয়া ওঠে ও ভীত হয়। আক্রান্ত বা আঘাত প্রাপ্ত রোগীর যদি প্রবল জ্বর দেখা দেয় এবং সে যদি জড়বুদ্ধি অবসন্ন, অচেতন হইয়া পড়ে জাগাইয়া তুলিয়া প্রশ্ন করিলে কথার উত্তর দিতে দিতে আবার ঘুমাইয়া পড়ে। যদি কোন গেঁটে বাত রোগীর সমস্ত শরীরে গাঁটে গাঁটে খণ্ডতা বোধ ক্ষতবৎ বেদনা থেঁতলাইয়া যাওয়ার ন্যায় অনুভূতি থাকে ফলে উপশমের জন্য একপাশে স্থির হইয়া শুইয়া বা বসিয়া থাকিতে পারে না সামান্য উপশমের জন্য ক্রমাগত নড়াচড়া করিতে থাকে। শরীরে গলায় বুকে ব্যথা বেদনা সহ অসহ্য কাশি। হাপির কাশি, কাশিতে কাশিতে কফের সাথে যাহাদের রক্তের ডোরা বর্তমান থাকে। মাংস ও দুধে যাহাদের বিতৃষ্ণা, তৃষ্ণাহীন অছত জ্বরের শীতাবস্থায় যাহাদের পিপাসা থাকে। মারাত্মক রোগাবস্থাতে যাহারা সুস্থ নিজেকে সুস্থ আছে বলিয়া উড়াইয়া দেয়। গরমে দলে দলে বিষফোড়া হওয়ার প্রবণতা যুক্ত রোগী কিংবা প্রসবের পর অসহ্য ভেঁদাল ব্যথার রোগী যাহারা অত্যাধিক স্রাব ব্যথা বেদনা ও যন্ত্রণায় কষ্ট পায়। ইহা ছাড়াও আঘাতপ্রাপ্তির ইতিহাস সংক্রান্ত যে কোন রোগীর রেগে আর্নিকাই সর্বোৎকৃষ্ট ঔষধ।

আর্টিকা ইউরেন্স (Urtica Urens) ঃ প্রসবের পর যদি কোন স্ত্রীলোকের স্তন দুগ্ধ লোপ পায় কিংবা যদি কোন ব্যক্তি কাঁকড়া চিংড়ি মাছ খাওয়ার পর সমস্ত শরীরে আমবাত বাহির হইয়া পড়ে অথবা অণ্ডকোষে অসহ্য চুলকানির ফলে রাতে ঘুমাইতে পারে না। পোড়া স্থানে ছাল উঠিয়া গিয়া আরোগ্য হওয়ার পরও যদি কোন ব্যক্তির আবার ঐ স্থানে নতুন করিয়া ক্ষত সৃষ্টি হয়। সন্ধি বাতজ ইউরিক এসিড পুষ্ট ধাতুবিশিষ্ট ব্যক্তি যাহাদের গোড়ালীতে বেদনা সন্ধিগুলি যন্ত্রণায় ফুলিয়া ওঠে এবং তাহার সহিত যাহারা শীতাপিত্ত রোগে কষ্ট পায়। ঠাণ্ডা ও ঠাণ্ডা আবহাওয়ায় যাহারা ভাল থাকে। তাহাদের জন্য এই ঔষধটি সুন্দর কার্য করে। ঔষধটি নিম্ন শক্তি মূল অরিষ্ট বাত ও দুগ্ধ বৃদ্ধিতে এবং অন্যান্য রোগে মধ্য ও উচ্চ শক্তি ব্যবহার হয়।

অষ্টিলেগো মেডিস (Ustilago Maydis) ঃ রজ নিবৃত্তিকালীন অধিক রক্তস্রাব প্রবল জরায়ু থলথলে ভাবযুক্ত রমনী। যাহারা ঋতুর গোলযোগ হেতু স্নায়বিক শিরপীড়ায় ভোগে ডিম্বাশয়ে জ্বালা বেদনা স্ফীতি সহ গর্ভপাতের পর যাহাদের প্রচুর রক্তস্রাব হয়। রজো নিবৃত্তি সময় অতিরিক্ত রক্তস্রাব চাপ অথবা সব সময়েই যদি চুয়াইয়া বাহির হইতে থাকে। অতি সহজেই যাহাদের জরায়ুগ্রীবা হইতে রক্তপাত হয় এবং পৃষ্ঠদেশের উপর দিয়া জল ফুটিবার মত অবস্থা যাহারা অনুভব করে। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ফোড়া হওয়ার প্রবণতা যুক্ত রোগী। অতিরিক্ত সূর্যতাপে থাকার ফলে যদি শরীরের চর্ম বিবর্ণ হইয়া যায়। শুষ্ক চর্ম বিশিষ্ট বিচর্চিকা গ্রস্থ রোগীদের এই ঔষধটি সুন্দর কাজ দেয়। মাদার টিংচার অথবা নিম্নশক্তিই ভাল কাজ করে। পুরাতন রোগে উচ্চ শক্তিতে ভাল কাজ করে দেখেছি।

অ্যালফালফা (Alfalfa) ঃ পরিপোষণ ক্রিয়া বিকৃতজাত ধাতুদৌর্বল্য কোষ্ঠকাঠিন্য স্নায়বিক অনিদ্রা অগ্নিমান্দ্যযুক্ত রোগী। যাহাদের ক্ষুধা ও হজমশক্তির স্বল্পতা সৃষ্টি ঘটিয়াছে। পরিপাক শারীরিক ও মানসিক শক্তি নষ্ট হইতে বসিয়াছে। অত্যধিক মানসিক চাপ ও অবসাদগ্রস্থ রোগ। মূত্র সংক্রান্ত বিভিন্ন ধরণের রোগ যথা বহুমূত্র, প্রস্রাবের সাথে ইউরিয়া ইণ্ডিকান ও ফসফেট নির্গত হওয়া ও বিভিন্ন কারণে দিনদিন যাহাদের শরীর ভাঙিয়া পড়িতেছে তাহাদের জন্য এই ঔষধটি অমৃতসম। মূল অরিষ্ট বয়স অনুসারে ১০ হইতে ২০ ফোঁটা মাত্রায় প্রত্যহ দুইবার ব্যবহার হইয়া থাকে।

আর্সেনিক এলবম (Arsenic Album) ঃ যে সমস্ত রোগীর শারীরিক ও মানসিক অস্থিরতা বর্ত্তমান থাকে। মৃত্যুভয়, জল পিপাসা সমস্ত শরীরে জ্বালা, আক্রান্ত স্থানে জ্বালা অর্ন্তদাহ রক্তস্রাব প্রবণতায় ভুগতে থাকে। যে সমস্ত রোগী বহুদিন যাবৎ ভুগে ভুগে রক্তশূন্য হইয়া পড়িয়াছে। ফুলিয়া যাইতে আরম্ভ করে কিংবা যদি কোন রোগীর শরীরে কোন স্থানে ক্ষত হইয়া জ্বালা-যন্ত্রণা সহ প্রচুর পরিমাণে দুর্গন্ধ স্রাব বাহির হইতে থাকে যদি তাহা গরম সেঁক বা গরম জলে ধুইলে আরাম বোধ হয়। কাঁচা ফল কিংবা বরফ খাওয়ার ফলে যাহাদের উদরাময় বা কলেরার মত লক্ষণ প্রকাশ পায়। ঘন ঘন জল পিপাসা সামান্য সামান্য জল পান করে অথচ পান করার পরই বমি হইয়া উঠিয়া যায়। মধ্য দিবস বা মধ্যরাত্রে (একটা হইতে দুটার মধ্যে) যাহাদের সমস্ত রোগের বৃদ্ধি ঘটে। রোগী নিজেকে ও তাহার পরিবেশকে সর্বদা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখিতে চায়। কিডনী, লিভার, হৃদপিন্ডের পীড়া হেতু শোথ বা উদরীর সৃষ্টি। পুরাতন সর্দিতে ভুগে হাঁপানির সৃষ্টি। শিরপীড়া শুধুমাত্র ঠান্ডায় উপশম বাকি সমস্ত রোগই যদি গরমে উপশম পাওয়া যায় তাহলে তাহাদের জন্য আর্সেনিক অব্যর্থ ঔষধ। জ্বর সর্দি কাশির জন্য ৬.৩০ শক্তি পেটের রোগে ৩x পুরাতন ও জটিল রোগে উচ্চ থেকে উচ্চতর শক্তি।

আর্সেনিক আয়োডেটাম (Arsenic Iodetum) ঃ যে সমস্ত রোগীর ক্ষুধায় কিছুমাত্র আহার করিলেই শান্তি অনুভব করে। নড়াচড়া করিতে দারুণ কষ্ট অনুভব করে অথচ না

নড়িয়াও থাকিতে পারে না। যাহারা গরম ঘরে প্রচন্ড অস্বস্তি বোধ করে কিন্তু সামান্য ঠান্ডা লাগিলেই যাহাদের ঠান্ডা লাগিয়া যাওয়ার প্রবণতা দেখা যায়। সর্দি, কাশি, জ্বর, গ্ল্যান্ডফোলা যাহাদের প্রায় লাগিয়াই থাকে। প্রায় অধিকাংশ পীড়াই যদি দক্ষিণ দিকে আক্রানত হয়। টিউবার কিউলার মায়াজমেটিক গরম ঠাণ্ডা কোনটাই যাহারা সহ্য করিতে পারে না তাহাদের যে কোন রোগে আর্সেনিক আয়োডেটাম সুন্দর কাজ করে। ঔষধটির ৬x শক্তিতেই বেশী ব্যবহার হয়, উচ্চশক্তিতেও ভাল কাজ হতে দেখেছি। ইউপেটোবিয়াম (Eupatorium Perfoliatum) পার্ফলিয়াম ম্যালেরিয়া ইনফ্লুয়েঞ্জা রোগের মহৌষধ। জ্বর বা অন্য পীড়ার সাথে যে সমস্ত রোগীর সমস্ত শরীরের হাড়ের মধ্যে অসহ্য যন্ত্রণা হতে থাকে। হাড় ভাঙার ন্যায় যন্ত্রণায় কষ্ট পায় তার সাথে শীত শীত ভাব অনুভব করে। মুখে তিক্ত আস্বাদ ও বমি বমি ভাব বর্তমান থাকে। নড়াচড়া করিলে শীত অসহ্য হইয়া ওঠে তথাপি যন্ত্রণার জন্য নড়াচড়া না করিলে থাকিতে পারে না। হলদে প্রস্রাব ও সাদা পায়খানা হতে দেখা যায়। সকাল সাতটা হইতে নটার মধ্যে যদি সমস্ত রোগের বৃদ্ধি ঘটে। গরমে অথবা লেপের মধ্যে স্থির হইয়া শুইলে যদি সমস্ত উপশম হয় তাহলে সেই রোগীর জন্য ইউপেটোরিয়াম পার্ফলিয়াম সুন্দর কাজ করে। ঔষধটি ৬ শক্তি হইতে ২০০ শক্তি পর্যন্ত ব্যবহার হয়।

ইউফ্রেসিয়া (Euphesia) ঃ কোন রোগীর যদি ঠান্ডা লাগিয়া সর্দির সাথে কাচা জল ঝড়িতে থাকে এবং তাহার সহিত যদি চক্ষুরোগ উপস্থিত হয়। সূর্যের আলো অথবা বাতির আলোতে যদি চক্ষুর কষ্টকর উপসর্গের যদি বৃদ্ধি ঘটে। নাক ও চোখ দিয়া হাজা জনক কাঁচা জল ঝড়িতে থাকে এবং তাহা যেখানে লাগে সেখানে যদি হাজিয়া যায়। চক্ষু হইতে জল পড়া চক্ষুলাল হওয়া ফুলিয়া যাওয়া, চক্ষুর কোনে পুজ জমা ঝাপসা দেখা যদি বর্তমান থাকে। কাশি রাত্রিতে শুইলে যদি কমিয়া যায় তাহা হইলে তাহাদের ক্ষেত্রে ইউফ্রেসিয়া ভাল কাজ করে। মাত্রা ৬ হইতে ২০০ শক্তি।

ইউপিয়ন (Eupion) ঃ কোন কোন রোগীনির ক্ষেত্রে জরায়ুর স্থানচ্যুতি। পৃষ্ঠে বেদনা সহ অবিদাহী প্রদর স্রাব। ঋতুস্রাব নিয়মিত সময়ের পূর্বে এবং প্রচুর ও পাতলা। সামান্য পরিশ্রমেই যে রমণীর প্রচুর পরিমাণে ঘর্ম হয় ও দেহখানি জেলীর তৈরী বলিয়া মনে হয়। দক্ষিণ ডিম্বকোষে বেদনা প্রদর স্রাব দমকে দমকে বাহির হয় কোমরে অসহ্য বেদনা, কোমরের বেদনা একটু কমিলেই প্রদর স্রাব স্রোতের মত বাহির হইতে থাকে। পুরাতন ফ্যালোপিউয়ান টিউবের পীড়া। প্রদর স্রাব সহ যোনিদেশে জ্বালা যন্ত্রণা ও ফুলিয়া ওঠে প্রস্রাবের সময় কষ্টবোধ করে এমন রোগীনির জন্য ইউপিয়ন ঔষধটি সুন্দর কাজ করে। মাত্রা ৩য় শক্তি হইতে ৩০ শক্তিতে ভাল কাজ করে।

ইগ্নেশিয়া (Ignatia) ঃ যদি কোন রমণী অপাত্রে প্রেম নিবেদনের ফলে নিরাশ হন, তাহার ফলে দুঃখে উত্তেজনায় নিদ্রাহীনতায় কোন রোগের সৃষ্টি হয়। শিক্ষা লাভের জন্য অত্যধিক পড়াশুনার ফলে রাত্রি জাগরণ ও শারীরিক উত্তেজনায় যাহাদের কোন ব্যাধি

সৃষ্টি হয়। প্রণয়ে হতাশ হওয়া, প্রিয়জনের বিয়োগ হওয়া কিংবা কোন কার্য ব্যাপারে ভয় পাওয়া বা কোন প্রিয়জনের অসুখে সারারাত্রি ব্যাপি সেবা শুশ্রুষা করার সময় মানসিক উদ্বেগ, চিন্তা ও দুঃখের ফলে যদি কেহ অসুস্থ হইয়া পড়েন। মানসিক উত্তেজনা, নিদ্রাহীনতা উৎফে৭ এর ফলে যদি শরীরে কম্পন ও পেশীগুলিতে খাল ধরিতে থাকে। মানসিক উত্তেজনা ক্রমাগত দুঃখ পাওয়া বা কাহারো প্রতিনিয়ত দুঃখর, বিরক্তিকর কথাবার্তা শুনিয়া শুনিয়া দুঃখে কাঁদিতে কাঁদিতে যাহারা রোগগ্রস্থ হইয়া পড়েন। যাহাদের মধ্যে মানসিক পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করা যায়। কখনো হাসে কখনো কাঁদে, দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করে দুঃখের কথা কাহাকেও বলেনা মনে মনে কাঁদে। যদি কোন ব্যক্তির শারিরীক অস্বাভাবিকত্ব বা কোন রোগে বিরুদ্ধভাবাপন্ন হ্রাস, বৃদ্ধি লক্ষ্য করা যায় যেমন অর্শে যন্ত্রণা কিন্তু চলিলে উপশম, কর্ণের মধ্যে গর্জন শব্দ কিন্তু সংগীত শ্রবণে উপশম, গলায় বেদনা কিন্তু কোন খাদ্যদ্রব্য গলধঃকরণ করিলে শান্তি। কাশিলে কাশির উপশম নয় বৃদ্ধি। দুঃখে হাসিয়া উঠে, পাকস্থলীর শূন্যতা অথচ খাদ্য গ্রহণে উপশম নাই, জ্বরের শীতাবস্থায় পিপাসা এইরূপ প্রচুর অসামঞ্জস্য যে রোগীর মধ্যে দেখা যায় সহজেই যাহারা অপমানিত বোধ করে। শিশুকে তারনা করিলে যদি অসুস্থতা হইয়া পড়ে। দুঃখ যাহারা সহ্য করিতে পারে না। উগ্রগন্ধ, তামাক, কাফি, পান, যাহাদের কাছে অসহ্য, গরমে যাহারা ভাল থাকে তাহাদের সমস্ত রোগে ইগ্নেশিয়া স্পেসিফিক ঔষধ। শক্তি ৩০, ২০০, ১০০০।

ইপিকাক (Ipecac) ঃ যে কোন রোগের সাথেই যদি অত্যন্ত বমি বমি ভাব বর্তমান থাকে। বমি হওয়ার পরও যদি বমি বমি ভাবের শান্তি না হয়। মাঝে মাঝে যদি রোগী ভয়ানক পরিশ্রান্ত অনুভব করে। যদি রোগীর জিহ্বা পরিষ্কার থাকে। জিহ্বায় যদি কোনরূপ ময়লা জমিতে না দেখা যায় অছত জিহ্বায় তিক্ত আস্বাদ বোধ করে এবং সমস্ত রোগের স্যাথেই যদি পিপাসাহীনতা বর্তমান থাকে। যাহাদের শরৎকালীন আমাশয় বমি বমি ভাব সহ সবুজবর্ণ সাদা অথবা রক্ত আমাশয় যুক্ত নাভিস্থানে বায়ু জনিত ব্যাথা বেদনা থাকে। বমি বমি ভাব সহ যাহাদের শরীরের যে কোন দ্বার হইতেই যাহাদের প্রবল অথবা অপ্রবল রক্তস্রাব হয়। বক্ষ সংক্রান্ত যে কোন রোগের সাথে যদি প্রবল কাশি ও কাশির সহিত বমি ও শ্বাসকষ্ট আরম্ভ হইয়া যায়। রোগী যদি ঠান্ডা ভালবাসে তাহলে সে রোগী যে কোন রোগেই ভুগুকনা কেন, জ্বর, সর্দিকাশি, রক্তস্রাব, ঠোটের রোগ সকল অবস্থাতেই ইপিকাক একমাত্র ঔষধ শক্তি ৩ হইতে ২০০ পর্যন্ত ব্যবহার হয়।

ইথুজা সিনোপিয়াম (Aethusa Cynapuim) ঃ যদি কোন শিশু দুধ জমাবৎ বমি হয়। বমির সাথে দুধ জমা খন্ডখন্ড অবস্থায় বাহির হয়। বমির পর শিশু নিস্তেজ পরিশ্রান্ত হয়ে পড়ে। পাতলা সবুজ আমযুক্ত পায়খানা হয় মুখ গহ্বরের চারিপাশে যদি ইষৎ নীল বর্ণের দাগ দেখা যায়। চক্ষুদ্বয় বসিয়া যাওয়ার মত ভাব সহ শক্তি শূন্যতা সহ ঘুম। ঘুম হইতে উঠিয়াই শিশু আবার দুধ খাইতে চায়। দুধ খাইবার পরই আবার বমি ও পায়খানা

করিয়া ফেলে এবং বমির পরে নিস্তেজ হইয়া ঘুমাইয়া পড়ে। কোন কোন শিশু উক্ত অবস্থার মধ্যেও তড়কা হইতে দেখা যায় সেই সকল শিশুর পক্ষে ইথুজা সিনোপিয়াম উল্লেখযোগ্য কার্য করে। শক্তি ৬ হইতে ২০০।

ইসকিউলাস হিপ (Aesculus Hip) ঃ যে সমস্ত ব্যাক্তি প্রায়ই মলদ্বারের বিভিন্ন রোগে ভোগে। যাহারা পাকাশয়িক পৈতিক কিংবা সর্দিজনিত কোন রোগে প্রায়ই কষ্ট পায়। সমস্ত শরীরের সব যন্ত্রের দপদপানি ও পূর্ণতা বোধসহ যদি কাহারও কোন পীড়া উপস্থিত হয় এবং সেই পীড়ায় শুইয়া থাকিলে যদি পীড়ার বৃদ্ধি ঘটে। শারীরিক পরিশ্রম কিংবা ঠাণ্ডায় যদি শান্তি পায়। মলদ্বার সংক্রান্ত রোগ প্রদর স্রাব জনিত কোন রোগে পূর্ণতা বোধসহ কোষ্ঠবদ্ধতা, মলদ্বারে জ্বালা, শুষ্কতা, ক্ষুদ্রকাঠি পূর্ণ থাকার ন্যায় অস্বস্তি ও যন্ত্রণা এবং সমস্ত রোগের সাথে যদি কোন ব্যক্তির কোমড় ও পীঠের নিম্নাংশের ভয়ানক নিস্তেজ বেদনা ও আড়ষ্টতা ভাব বর্তমান থাকে। গরমে ও গরমজলে স্নানের পর যদি রোগবৃদ্ধি এবং শীতল প্রয়োগে কিংবা মুক্ত বাতাসে যদি রোগের উপশম হয় তাহলে জানবেন ঐ ব্যক্তির যে কোন রোগেই ইসকিউলাস হিপ সুনির্বাচিত ঔষধ। শক্তি ৩০, ২০০, ১০০০।

একোনাইট ন্যাপ (Aconite Nap) ঃ যে সমস্ত ব্যক্তি হৃষ্টপুষ্ট বলিষ্ঠ রক্তপ্রধান। যাহাদের অতিরিক্ত গরমে অতিরিক্ত শীতে, অতিরিক্ত ভয়ে রোগ প্রকাশ পায় এবং তাহার সহিত যদি অতিরিক্ত অস্থিরতা, মৃত্যুভয় ও জল পিপাসা বর্ত্তমান থাকে। ভয়পূর্ণ মুখমণ্ডল, শীতশীত ভাব এবং যে কোন রোগের হঠাৎ আক্রমণ এবং তা যদি অত্যন্ত অল্প সময়ের মধ্যে মারাত্মক অবস্থার সৃষ্টি করে। কোন রোগে অসহ্য যন্ত্রণা বা বেদনার চোটে যদি রোগী মারাত্মক ভাবে ছটফট করিতে ও চিৎকার করিতে থাকে ঘরের বাহিরে অথবা খোলা বাতাসে গেলে যদি শান্তি পায়। সন্ধ্যাকালে যদি রোগের বৃদ্ধি ঘটে তাহলে উপরোক্ত রোগ লক্ষণে যে কোন রোগে একোনাইট ন্যাপ অব্যর্থ কাজ করে। শক্তি মারত্মক অবস্থায় মূল অরিষ্ট পুনঃপুনঃ ব্যবহার হয় অন্যান্য রোগে ৩০ হইতে ২০০ শক্তি ব্যবহার হইয়া থাকে।

একটিয়া রেসিমোসা (Actia Rasimosa) ঃ যে সমস্ত স্ত্রীলোক মনে করে তাহার সামনেই কোন বিপদ আসিতেছে যাহার কবল হইতে তাহার পরিত্রাণ নেই। তাই আত্মহত্যা করিতে চায়, কিন্তু মরিতে দারুণ ভয় পায়। নির্জনতা ভালবাসে এবং সকলকেই সন্দেহ করে। সুতিকান্মাদ কোন নারী মনে করে সে যেন পাগল হইয়া যাইতেছে। নিজেকে নিজে বিভিন্নভাবে আঘাত করিবার চেষ্টা করে। রোগিনী সব সময়েই মনে করে যেন কোন কালমেঘে তাহাকে ঢাকিয়া ফেলিয়াছে একটা অন্ধকার বিশ্রী অবস্থার মধ্যে সে যেন অবস্থান করিতেছে। চেয়ারের নীচে হইতে ক্রমাগত ইঁদুর বাহির হইয়া পালানোর ভ্রম লক্ষ্য করে। কোন মারাত্মক স্নায়ূশূল ভাল হওয়ার পর যদি এইরূপ উন্মাদ লক্ষণ প্রকাশ পায়। যে সকল রমণী জরায়ু ওভারির পীড়া সহ শারীরিক অন্যান্য পীড়ায় আক্রান্ত হয়। ঋতু স্রাবের কয়েক দিন পূর্বে হইতেই কোমড়ে অসহ্য বেদনা শুরু হইয়া যায়। তাছাড়াও ঋতু সংক্রান্ত গোলযোগ